প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ৭১-৭২, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০।

মানব সম্পদ বিভাগ

প্রশাসন পরিপত্র নং-৭৮/২০১৮ | তারিখঃ ০৭.০২.২০১৮

বিষয়ঃ সরকারী/ব্যক্তিগত প্রয়োজনে বিদেশ ভ্রমণের প্রস্তাব প্রেরণে অনুসরণীয় নির্দেশনা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, অর্থ মন্ত্রণালয়, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, প্রশিক্ষণ ও শৃঙ্খলা অধিশাখা থেকে ১০.০১.২০১৮ তারিখে ৫৩.০০.০০০০.২৩১.৯৯.০০১.১৬-৩৭(৮) এর আলোকে সরকারি/ ব্যক্তিগত প্রয়োজনে বিদেশ ভ্রমনের প্রস্তাব প্রেরণে অনুসরনীয় নির্দেশনা সংক্রান্ত পত্রটি এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা হলো।

(হাসনা হেনা পারভীন)
এসিসট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট
বিভাগীয় প্রধান
মানব সম্পদ বিভাগ।

শাখা ব্যবস্থাপক ও কর্মকর্তা/কর্মচারী (সকল)
প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক।

অনুলিপি ঃ সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ঃ

১। বিভাগীয় প্রধান (সকল), প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
২। ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা (ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্যে)।
৩। জনাব মোঃ শরীফুল হক, সিনিয়র এক্সিকিউটিভ অফিসার, আইটি বিভাগ (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৪। উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা (উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্যে)।
৫। অফিস কপি।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক
প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক
নং- ৭৮০ তারিখঃ ২৭/০১/২০১৮
DMD P.
☐ উপস্থাপন করুন
☐ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন
☐ জবাব প্রেরণ করুন
☐ আলাপ করুন
স্বাক্ষর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
প্রশিক্ষণ ও শৃঙ্খলা অধিশাখা
www.fid.gov.bd

নং-৫৩.০০.০০০০.২৩১.৯৯.০০১.১৬-৩৭(৮)

তারিখ : ২৭ পৌষ ১৪২৪
১০ জানুয়ারি ২০১৮

বিষয় : সরকারি/ব্যক্তিগত প্রয়োজনে বিদেশ ভ্রমণের প্রস্তাব প্রেরণে অনুসরণীয় নির্দেশনা।

সূত্র : মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২১-০৭-২০০৯ তারিখের ১(৬৮)/২০০৮-মপবি(সা:অ:)/৩৩৩ নম্বর পত্র।

উপর্যুক্ত বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সূত্রস্থ পত্রটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে জারিকৃত স্মারকে (কপি সংযুক্ত) ব্যক্তিগত কারণে একজন কর্মকর্তার বিদেশ ভ্রমণ বিষয়ে নিম্নরূপ নির্দেশনা দেয়া হয়েছে-

"(ক) ব্যক্তিগত কারণের আওতায় চিকিৎসা, পারিবারিক আত্মীয় স্বজন/বন্ধু বান্ধবের সাথে সাক্ষাৎ/ধর্মীয় কারণ/তীর্থস্থান পরিদর্শনের জন্য বিদেশ সফর করা যেতে পারে।

(খ) ধর্মীয় কারণে (হজ্জের জন্য) ও চিকিৎসা ব্যতীত প্রতি তিন বছরে ১ বার সর্বোচ্চ ১৫ দিনের জন্য বিদেশে অবস্থান করা যেতে পারে।

(গ) ধর্মীয় কারণে (হজ্জের জন্য) কর্মকর্তার ইচ্ছা অনুযায়ী সর্বোচ্চ ৪৫ দিনের জন্য বিদেশে অবস্থান করতে পারবেন।

(ঘ) চিকিৎসার কারণে মেডিকেল বোর্ডের সুপারিশ অনুযায়ী মেডিকেল বোর্ডের সুপারিশকৃত সময়সীমা অনুযায়ী।"

বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ থেকে এ বিভাগে প্রাপ্ত প্রস্তাবসমূহ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রেরিত প্রস্তাবে বর্ণিত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন ও অনুসরণ করা হচ্ছে না। এমনকি চিকিৎসা ছুটির ক্ষেত্রেও ডাক্তারের উপদেশ পত্র অথবা দালিলিক তথ্যাদি সঠিকভাবে পাঠানো হচ্ছে না। এমতাবস্থায়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের পত্রে যে নির্দেশনা দেয়া আছে তা যথাযথভাবে অনুসরণপূর্বক পরবর্তীতে বিদেশ ভ্রমণের প্রস্তাব এ বিভাগে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি : বর্ণনা মোতাবেক ০৩(তিন) পাতা।

স্বা/-
(মোসাম্মাৎ জোহরা খাতুন)
উপসচিব
ফোন : ৯৫৭৬০৩৯
ee-mail : moftd2010@gmail.com

বিতরণ (জেষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নয়) :

১। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, মতিঝিল, ঢাকা।
২। চেয়ারম্যান, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ, সাধারণ বীমা টাওয়ার, ৩৭/এ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
৩। ব্যবস্থাপনা পরিচালক/সিইও
সোনালী ব্যাংক লিঃ/জনতা ব্যাংক লিঃ/ অগ্রণী ব্যাংক লিঃ/রূপালী ব্যাংক লিঃ/বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক/বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিঃ/কর্মসংস্থান ব্যাংক/আনসার ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক/ইনভেষ্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ/হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন/প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক/পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা/রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী।
৪। এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান, মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি, ৮, শহীদ সাংবাদিক সেলিনা পারভীন সড়ক, গুলফেঁশা প্লাজা (৭ম তলা), বড় মগবাজার, রমনা, ঢাকা।
৫। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সাধারণ বীমা কর্পোরেশন, ৩৩, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
৬। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জীবন বীমা কর্পোরেশন, ২৪, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
৭। নির্বাহী প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ক্যাপিটাল মার্কেট, বিজিআইসি টাওয়ার, ৩৪, তোপখানা রোড, ঢাকা।
৮। পরিচালক, বাংলাদেশ ইন্সুরেন্স একাডেমী, ৫৩, মহাখালী বা/এ, ঢাকা।

চলমান পাতা-২

২৭ পৌষ ১৪২৪

নং-৫৩.০০.০০০০.২৩১.৯৯.০০১.১৬-৩৭(৪) তারিখ : -------------

১০ জানুয়ারি ২০১৮

অনুলিপি :

১। সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব (সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য), আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

২। অতিরিক্ত সচিব (প্র:শৃ: ও অডিট) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

৩। প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ (এ বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

৪। অফিস কপি।

১০/০১/১৮

(মোসাম্মাৎ জোহরা খাতুন)
উপসচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
সাধারণ শাখা

নং [illegible] সপবি (সাঃ অঃ)/৩৩৩ তারিখ ঃ ০৬ শ্রাবণ ১৪১৬
২১ জুলাই, ২০০৯

বিষয় ঃ একজন কর্মকর্তা বছরে কতবার বিদেশে যাবেন সে বিষয়ে সংখ্যা নির্ধারণ প্রসংগে।
সূত্র ঃ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পরিচালক-৪ এর পত্র সংখ্যা ৩১.৩৯.৩২.০০.০০.০০.২০০৯-৭১, তারিখঃ ১৫ জুন, ২০০৯

উপর্যুক্ত বিষয়ে নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, বিগত ২৫-০৬-০৯ইং সকাল ১১.০০ ঘটিকায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি আন্তঃ মন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নরূপ ঃ

সিদ্ধান্তঃ ব্যক্তিগত কারণে বিদেশ ভ্রমণ ঃ

(ক) ব্যক্তিগত কারণের আওতায় চিকিৎসা, পারিবারিক আত্মীয় স্বজন/বন্ধু বান্ধবের সাথে সাক্ষাৎ/ধর্মীয় কারণ/তীর্থস্থান পরিদর্শনের জন্য বিদেশ সফর করা যেতে পারে।

(খ) ধর্মীয় কারণে (হজ্জের জন্য) ও চিকিৎসা ব্যতীত প্রতি তিন বৎসরে ১ বার সর্বোচ্চ ১৫ দিনের জন্য বিদেশে অবস্থান করা যেতে পারে।

(গ) ধর্মীয় কারণে (হজ্জের জন্য) কর্মকর্তার ইচ্ছা অনুযায়ী সর্বোচ্চ ৪৫ দিনের জন্য বিদেশে অবস্থান করতে পারবেন।

(ঘ) চিকিৎসার কারণে মেডিকেল বোর্ডের সুপারিশ অনুযায়ী মেডিকেল বোর্ডের সুপারিশকৃত সময়সীমা অনুযায়ী।

সিদ্ধান্তঃ দাপ্তরিক কারণে বিদেশ ভ্রমণ ঃ

(ক) দাপ্তরিক কারণে বছরে একজন কর্মকর্তা সর্বোচ্চ ৬ (ছয়) বার বিদেশ যেতে পারবেন। এর অধিক সংখ্যক যাত্রার প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকটবর্তী কনিষ্ঠ কর্মকর্তাকে/অথবা কাজের বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত অন্য কোন কর্মকর্তাকে বিদেশে প্রেরণ করতে হবে।

(খ) মন্ত্রিপরিষদ সচিব/মুখ্য সচিব/বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর/সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিব/সমপর্যায়ের/এনপিএস-১ স্কেলভুক্ত কর্মকর্তার বিদেশ যাত্রার অনুমোদনের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট সার-সংক্ষেপ প্রেরণ করতে হবে।

(গ) এনপিএস-২ নং বেতন স্কেলভুক্ত কর্মকর্তা/সংস্থা প্রধানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মাননীয় মন্ত্রী বিদেশ যাত্রা অনুমোদন করবেন।

(ঘ) অতিরিক্ত সচিব/সমপর্যায়ের কর্মকর্তা এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্ণর ও তার নিম্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের অনুমোদন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিবগণ দিবেন।।

(ঙ) বিভাগীয় কমিশনার/জেলা প্রশাসকগণের বিদেশ যাত্রার অনুমোদনের কর্তৃপক্ষ হবেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব।

(চ) উপ-মহাপুলিশ পরিদর্শক, পুলিশ কমিশনার ও পুলিশ সুপারের বিদেশ যাত্রার প্রস্তাব অনুমোদনের পর্যায় হবে সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

→

(গ) সংস্থাপন মন্ত্রণালয় ব্যক্তিগত ও দাপ্তরিক কারণে বিদেশ যাত্রার সংখ্যা ও অনুমোদনের পর্যায়ের বিষয়ে পর্যালোচনা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

সংযুক্তি ঃ বর্ণনামতে কার্যবিবরণী।

স্বাক্ষরিত/-
২৩/৭/০৯
(ড. নাসিম আহমেদ)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৭১৬১৯৭১

মুখ্য সচিব
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
পুরাতন সংসদ ভবন, ঢাকা।

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো ঃ
xxx
xxx
২। সচিব, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়/অর্থ বিভাগ/কৃষি মন্ত্রণালয়/শিক্ষা মন্ত্রণালয়
xxx
xxx

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ
ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান (প্রশাসন) অনুবিভাগ
প্রশাসন অধিশাখা-১
বিনংরঃবঃ ।।।,সড়ভ.মড়া.নফ

তারিখঃ-০৫/০৮/

নং-অম/অবি/ব্যাংকিং/প্রশা-১/বিবিধ-১/২০০৮-৬৩৩

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য প্রেরণ করা হলো।

০৫/০৮/০৯
(রুহী রহমান)
উপ-সচিব
ফোন ঃ ৯৫৫৪৬১৪০

বিতরণঃ

০১। গভর্নর,
বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

০২। চেয়ারম্যান,
সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন,জীবন বীমা টাওয়ার, ঢাকা।

০৩। সিইও/ব্যবস্থাপনা পরিচালক
সোনালী ব্যাংক লিঃ/ জনতা ব্যাংক লিঃ/ অগ্রণী ব্যাংক লিঃ/ রূপালী ব্যাংক লিঃ/ বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক/ রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক/বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক/বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা/ আইসিবি/এইচবিএফসি/ আনসার ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক/কর্মসংস্থান ব্যাংক/বেসিক ব্যাংক লিঃ/বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংকলিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা/রাজশাহী।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
সাধারণ শাখা

০৬ শ্রাবণ, ১৪১৬
তারিখ ঃ-----------------
২১জুলাই, ২০০৯

নং-১(৩৮)/২০০৮-মপবি(সাঃ অঃ)/৩৩২

একজন কর্মকর্তা বছরে কতবার বিদেশে যাবেন সে বিষয়ে সংখ্যা নির্ধারণ সংক্রান্ত বিষয়ে ২৫ জুন ২০০৯ তারিখ মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার কার্যবিবরণী

২৫/৬/০৯ ইং তারিখ সকাল ১১.০০ টায় মন্ত্রিপরিষদ সচিব এম আবদুল আজিজ এনডিসি এর সভাপতিত্বে মন্ত্রিপরিষদ কক্ষে একজন কর্মকর্তা বছরে কতবার বিদেশ যাবেন সে বিষয়টি নির্দিষ্ট করণের নিমিত্ত একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক' তে দেখানো হলো।

১। সভার শুরুতে সভাপতি উপস্থিত কর্মকর্তাগণকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন।

৩। আলোচনা ঃ ব্যক্তিগত কারণে বিদেশ ভ্রমণ।

৩.১ সভার প্রেক্ষাপট বর্ণনায় সভাপতি বলেন যে, একজন কর্মকর্তা বছরে কতবার বিদেশ যাবেন সে বিষয়ে সংখ্যা নির্ধারণ প্রয়োজন মর্মে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নির্দেশনার প্রেক্ষিতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়কে পরিপত্র জারীর জন্য অনুরোধ করা হয়। সংস্থাপন মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এর মতামত চাইলে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় জানায় যে এ বিষয়ে সিদ্ধান্তের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সমীপে উপস্থাপন করা হলে তিনি মন্ত্রিপরিষদ সচিব আলোচনা করে পদক্ষেপ নিবেন বলে নির্দেশনা প্রদান করেছেন।

৩.২ একজন কর্মকর্তা চিকিৎসা/আত্মীয়-স্বজনের সাথে সাক্ষাৎ/তীর্থ ভ্রমণ ও ধর্মীয় কারণ, উচ্চ শিক্ষাগ্রহণ/দাপ্তরিক দায়িত্বের আওতায় সেমিনার/ওয়ার্কশপ, ডেলিগেশন প্রভৃতি কারণে বিদেশ সফর করে থাকেন। অর্থাৎ একজন কর্মকর্তা ব্যক্তিগত ও দাপ্তরিক এই দুই কারণে বিদেশ যেতে পারেন। সভাপতি ব্যক্তিগত কারণে একজন কর্মকর্তা কতবার বিদেশ যেতে পারেন সে বিষয়ে উপস্থিত কর্মকর্তাগণের অভিমত জানতে চান।

ব্যক্তিগত কারণের আওতায় চিকিৎসা, আত্মীয় স্বজনের সাথে সাক্ষাৎ, ধর্মীয় কারণ ও তীর্থ স্থান পরিদর্শনের জন্য বিদেশ যেতে পারেন বলে সভায় আলোচনা হয়। ব্যক্তিগত কারণে বিদেশ সফরের সংখ্যা নির্ধারণ প্রসঙ্গে সভায় উপস্থিত কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব সি কিউ কে মুসতাক আহমেদ বলেন যে, সমস্ত চাকুরীকালের হিসাবকে ভিত্তি করে ব্যক্তিগত কারণে বিদেশ সফরের সংখ্যা নির্ধারণ করা যেতে পারে। প্রতি তিন বছরে একবার ব্যক্তিগত কারণে বিদেশ যাওয়া যেতে পারে। সে অনুযায়ী একজন কর্মকর্তার চাকুরীকাল যদি ৩০ বৎসর হয় তাহলে সেই কর্মকর্তা সর্বোচ্চ ১০ বার ব্যক্তিগত কারণে বিদেশ যেতে পারবেন বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

৩.৩ এ প্রসঙ্গে সভায় উপস্থিত সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব (বিধি) জনাব মোঃ ফিরোজ মিয়া বলেন যে, ধর্মীয় কারণে বিশেষত হজ্জের কারণে একজন কর্মকর্তার বিদেশ যাত্রার সংখ্যা নির্দিষ্ট করলে তাতে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লাগতে পারে। তাই ধর্মীয় কারণে হজ্জের জন্য সংখ্যা নির্দিষ্ট করা সঠিক হবে না বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, ধর্মীয় কারণে হজ্জের জন্য একজন কর্মকর্তার প্রতিবার

বিদেশে অবস্থানের সীমা সর্বোচ্চ ৪৫ দিন করা যেতে পারে। তাছাড়া চিকিৎসার জন্য বিদেশ যাত্রার সংখ্যা
নির্দিষ্ট না করাই যৌক্তিক হবে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। তবে সাধারণভাবে একজন কর্মকর্তা ব্যক্তিগত
কারণে সর্বোচ্চ ১৫ দিন বিদেশে অবস্থান করতে পারেন মর্মে তিনি মত ব্যক্ত করেন।

৪। <u>সিদ্ধান্ত</u>

বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে ব্যক্তিগত কারণে বিদেশ যাত্রার বিষয়ে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

(ক) ব্যক্তিগত কারণের আওতায় চিকিৎসা, পারিবারিক আত্মীয় স্বজন/বন্ধু বান্ধবের সাথে সাক্ষাৎ/ধর্মীয় কারণ/তীর্থস্থান পরিদর্শনের জন্য বিদেশ সফর করা যেতে পারে।

(খ) ধর্মীয় কারণে (হজ্জের জন্য) ও চিকিৎসা ব্যতীত প্রতি তিন বৎসরে ১ বার সর্বোচ্চ ১৫ দিনের জন্য বিদেশে অবস্থান করা যেতে পারে।

(গ) ধর্মীয় কারণে (হজ্জের জন্য) কর্মকর্তার ইচ্ছা অনুযায়ী সর্বোচ্চ ৪৫ দিনের জন্য বিদেশে অবস্থান করতে পারবেন।

ঘ) চিকিৎসার কারণে মেডিকেল বোর্ডের সুপারিশ অনুযায়ী মেডিকেল বোর্ডের সুপারিশকৃত সময়সীমা অনুযায়ী।

৫। <u>আলোচনা ঃ দাপ্তরিক কারণে বিদেশ ভ্রমণ।</u>

৫.১। দাপ্তরিক কারণে কতবার বিদেশ যাওয়া যেতে পারে সে বিষয়ে সভাপতি সভায় উপস্থিত
কর্মকর্তাগণের অভিমত জানতে চান। সভায় উপস্থিত অর্থ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব ফজলে কবির
বলেন যে, দাপ্তরিক কারণে Meeting/Conference, Training ও Study Tour এ তিন ভাগে ভাগ
করে সে অনুযায়ী সর্বোচ্চ সংখ্যা নির্ধারণ করা যেতে পারে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন ও
বিধি) খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম বলেন যে, সেই সাথে বর্তমানে প্রচলিত বৈদেশিক প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত
নীতিমালা অনুযায়ী উচ্চ শিক্ষার জন্য বিদেশে যাত্রার সংখ্যা নির্ধারিত হতে পারে।

৫.২ সভাপতি অভিমত ব্যক্ত করেন যে, দাপ্তরিক কারণে সর্বোচ্চ ৬ (ছয়) বারের অধিক বিদেশ যাত্রার
সংখ্যা নির্ধারণ করা ঠিক হবে না। এতে করে সংশিষ্ট দফতরের সরকারী কর্মসম্পাদনে ব্যাঘাত ঘটবে।
ব্যক্তিগত ও দাপ্তরিক কারণে বিদেশ যাত্রার অনুমোদনের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট অতিমাত্রায় সার-
সংক্ষেপ উপস্থাপন করা হচ্ছে যার মাত্রা কমিয়ে আনা প্রয়োজন বলে ও সভাপতি অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি
বলেন, সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিব ব্যতীত অন্যান্য অধস্তন পর্যায়ের কর্মকর্তার বিদেশ যাত্রার অনুমোদনের জন্য
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট সার-সংক্ষেপ প্রেরণ না করাই সমিচীন হবে। এক্ষেত্রে Rules of Business,
1996 এর বিধি-বিধানসমূহ সঠিকভাবে প্রতিপালনের ওপরও গুরুত্ব দেয়া হয়।

৬। <u>সিদ্ধান্ত</u>

বিস্তারিত আলোচনা শেষে দাপ্তরিক কারণে বিদেশ যাত্রার সংখ্যা, ব্যক্তিগত ও দাপ্তরিক কারণে বিদেশ যাত্রার অনুমোদনের পর্যায় সম্পর্কে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

(ক) দাপ্তরিক কারণে বছরে একজন কর্মকর্তা সর্বোচ্চ ৬ (ছয়) বার বিদেশ যেতে পারবেন। এর অধিক সংখ্যক যাত্রার প্রয়োজন হলে সংশিষ্ট কর্মকর্তার নিকটবর্তী কনিষ্ঠ কর্মকর্তাকে/অথবা কাজের নিরিখে সাথে সম্পৃক্ত অন্য কোন কর্মকর্তাকে বিদেশে প্রেরণ করতে হবে।

(খ) মন্ত্রিপরিষদ সচিব/মুখ্য সচিব/বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর /সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিব/ সমপর্যায়ের/ এনপিএস-১ স্কেলভুক্ত কর্মকর্তার বিদেশ যাত্রার অনুমোদনের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট সার-সংক্ষেপ প্রেরণ করতে হবে।

(গ) এনপিএস-২ নংবেতন স্কেলভুক্ত কর্মকর্তা/ সংস্থা প্রধানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মাননীয় মন্ত্রী বিদেশ যাত্রা অনুমোদন করবেন।

(ঘ) অতিরিক্ত সচিব/ সমপর্যায়ের কর্মকর্তা এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্ণর ও তার নিম্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের অনুমোদন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিবগণ দিবেন।

(ঙ) বিভাগীয় কমিশনার/ জেলা প্রশাসকগণের বিদেশ যাত্রার অনুমোদনের কর্তৃপক্ষ হবেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব।

(চ) উপ-মহাপুলিশ পরিদর্শক, পুলিশ কমিশনার ও পুলিশ সুপারের বিদেশ যাত্রার প্রস্তাব অনুমোদনের পর্যায় হবে সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

(ছ) সংস্থাপন মন্ত্রণালয় ব্যক্তিগত ও দাপ্তরিক কারণে বিদেশ যাত্রার সংখ্যা ও অনুমোদনের পর্যায়ের বিষয়ে পরিপত্র জারীর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৭। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
২১/০৭/০৯
(এম আবদুল আজিজ এনডিসি)
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি ঃ

১। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।
২। সচিব, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়/শিক্ষা মন্ত্রণালয়/অর্থ বিভাগ/কৃষি মন্ত্রণালয়।
৩। যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন ও বিধি), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
৪। উপ সচিব (প্রশাসন), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
৫। মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
৬। অফিস কপি।

২৭/৭/০৯
(ড. নাসিম আহমেদ)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৭১৬১৯৭১

পরিশিষ্ট ক

১। জনাব ইকবাল মাহমুদ, সচিব, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়।
২। জনাব সি, কিউ কে মুসতাক আহমেদ, সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়।
৩। জনাব ফজলে কবির, অতিরিক্ত সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়।
৪। জনাব উজ্জল বিকাশ দত্ত, অতিরিক্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।
৫। খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম, যুগ্ম-সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
৬। জনাব এ, এম, বদরুদ্দোজা, যুগ্ম-সচিব, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়।
৭। জনাব মোঃ ফিরোজ মিয়া, যুগ্ম-সচিব, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়।
৮। জনাব মোঃ মঈন উদ্দিন, উপ-সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
৯। ড. নাসিম আহমেদ, সিনিয়র সহকারী সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।